কালের কণ্ঠ

তারিখ ...... 18 APR 2017
পৃষ্ঠা ...... কলাম ......

‘শর্তহীনভাবে সনদ দেওয়া অযৌক্তিক’

স্বীকৃতির আগে প্রতিটি কওমি মাদরাসার কারিকুলাম পরিবর্তন করা দরকার ছিল। কিন্তু সেটা যেহেতু করা হয়নি, তাই এসব ছেলে-মেয়ে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে সমস্যায় পড়বে। তিনি বলেন, আধুনিক কারিকুলাম ছাড়া কওমি মাদরাসার শিক্ষার্থীদের এক লাফে মাস্টার্সের সনদ প্রদান দেশের উচ্চশিক্ষাকে ধ্বংস এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিতে পারে। শর্তহীনভাবে সনদ দেওয়া সম্পূর্ণ অযৌক্তিক

সাদেকা হালিম

নিজস্ব প্রতিবেদক ▶

সাবেক তথ্য কমিশনার সাদেকা হালিম বলেছেন, নতুন করে কওমি মাদরাসার সনদের স্বীকৃতি দেওয়ার কারণে চাকরির বাজারে প্রতিযোগিতায় আসবে কওমি শিক্ষার্থীরা। তাদের কারিকুলাম আর জেনারেল শিক্ষার কারিকুলাম এক না হওয়ায় তারা আদতে টিকতে পারবে কি না, তা এখন বড় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি বলেন, স্বীকৃতির আগে প্রতিটি কওমি মাদরাসার কারিকুলাম পরিবর্তন করা দরকার ছিল। কিন্তু সেটা যেহেতু করা হয়নি, তাই এসব ছেলে-মেয়ে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতেই সমস্যায় পড়বে। তিনি বলেন, আধুনিক কারিকুলাম ছাড়া কওমি মাদরাসার শিক্ষার্থীদের এক লাফে মাস্টার্সের সনদ প্রদান দেশের উচ্চশিক্ষাকে ধ্বংস এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিতে পারে। শর্তহীনভাবে সনদ দেওয়া সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। রবিবার রাতে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল বাংলাভিশনের সমসাময়িক বিষয় নিয়ে পর্যালোচনাভিত্তিক টক শো নিউজ অ্যান্ড ভিউজ অনুষ্ঠানে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি এ কথা বলেন। সাংবাদিক গোলাম মোর্তোজার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আলোচনা করেন গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার নেতা জুনায়েদ সাকী।

অনুষ্ঠানের শুরুতে সঞ্চালক জানতে চান, সম্প্রতি গণভবনে হেফাজতের আমিরসহ কওমি আলেমদের সঙ্গে এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কওমি মাদরাসার সর্বোচ্চ স্তর দাওরায়ে হাদিস সনদকে সাধারণ শিক্ষার স্নাতকোত্তর ডিগ্রির স্বীকৃতি দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। এর পরই হেফাজত নেতাসহ কওমি মাদরাসার অনেক নেতা দাবি তুলেছেন, তাঁরা যেভাবে মাদরাসা চালাচ্ছেন, সেভাবে রেখেই সনদ দিতে হবে। এতে উদ্বেগ জানিয়ে দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা স্বীকৃতির জন্য সরকারের করণীয় সম্পর্কে নানা সুপারিশ করেছেন। তাঁরা এরই মধ্যে বলেছেন, সম্পূর্ণ সরকারি নিয়ন্ত্রণহীনভাবে চলা কওমি মাদরাসার সর্বোচ্চ সনদকে মাস্টার ডিগ্রির স্বীকৃতি দেওয়া হলে তা অবশ্যই সরকারের নিয়ন্ত্রণে এনে শিক্ষাক্রম ও মান নিশ্চিত করতে হবে সবার আগে। কিভাবে বিশ্লেষণ করবেন?

জবাবে সাদেকা হালিম বলেন, কওমি মাদরাসার এ স্বীকৃতির পেছনে রয়েছে বেসরকারি সংগঠন হেফাজত। তিনি বলেন, হেফাজত বা অন্য কারো চাওয়া অনুসারে কোনো রকম মান নিশ্চিত না করে কওমিকে সাধারণ শিক্ষার সনদের সমান মর্যাদা দিলে দীর্ঘমেয়াদি সংকট তৈরি হবে। সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে এরই মধ্যে শিক্ষাবিদরা বলছেন, যে শিক্ষার কোনো হিসাব-নিকাশ নেই, কোনো তথ্য নেই, কারা পড়ে, কে পড়ায় কিংবা কী পড়ানো হয়, তা কেউ জানে না—এমন একটি মাধ্যমকে সরকারি স্বীকৃতি দিলেও তা যেন অন্যান্য মাদরাসার মতো নিবন্ধনের আওতায় এনে মান নিশ্চিত করে দেওয়া জরুরি। এরই মধ্যে কওমি সনদের স্বীকৃতি নিয়ে নানামুখী আলোচনা চলছে। জামায়াত, হেফাজতসহ মৌলবাদী সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে সব সময় সক্রিয় ছিল এমন দলগুলোর নেতারা স্বীকৃতির আগে দেশের অন্যান্য মাদরাসার মতো কওমি মাদরাসা সরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালনার তাগিদ দিয়েছেন। তাঁরা বলছেন, হেফাজতের শীর্ষস্থানীয় নেতারা বেশির ভাগই কওমি মাদরাসা নিয়ে রাজনীতি করছেন। তাঁরা বেশির ভাগই আবার বিএনপি-জামায়াত জোটের শরিক দলের নেতা। অনেকেই আছেন, যাঁরা আফগানিস্তানে তালেবান জঙ্গিদের হয়ে যুদ্ধ করে এ দেশে ফিরে এসেছেন। আলোচনার একপর্যায়ে জুনায়েদ সাকী বলেন, ‘আমাদের শিক্ষানীতির আলোকে চলতে হবে। শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষতি করে এমন কোনো স্বীকৃতি দেওয়া ঠিক হবে না। তারা প্রতিযোগিতায় টিকতে পারবে না।’ তিনি বলেন, লাখ লাখ কওমি শিক্ষার্থীকে নিয়ে সরকার হয়তো রাজনীতি করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এগোতে পারে। তবে তারা চায় না কওমি মাদরাসা আধুনিকায়ন হোক, তারা চায় না কারিকুলাম উন্নত হোক, তারা এটাও চায় না যে কিভাবে মাদরাসা চলে, কিভাবে টাকা আসে, কী পড়ানো হয় তা কেউ জানুক। এদিকে এরই মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক উচ্চশিক্ষা বিভাগ কওমি মাদরাসার দাওরায়ে হাদিসকে মাস্টার্সের সমমান দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, দাওরায়ে হাদিস বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণকারী দেশের কওমি বোর্ডগুলোর ঐকমত্যের ভিত্তিতে সনদ বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। সরকার যদি এটাকে রাজনীতির জন্য করে, তবে কিছু বলার নেই। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষার জন্য করলে কওমির কারিকুলাম আবারও প্রণয়ন করা উচিত।

আলোচনার একপর্যায়ে সাদেকা হালিম বলেন, বর্তমানে সারা দেশে দাওরায়ে হাদিসের অন্তত ছয়টি শিক্ষা বোর্ড আছে। ওই বোর্ডগুলো আলাদাভাবে পরীক্ষা নিয়ে দাওরায়ে হাদিস ডিগ্রির সনদ দিয়ে থাকে। বাস্তবায়ন কমিটির এ রূপরেখা গত ২৮ মার্চ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক দ্বিপক্ষীয় সভায় চূড়ান্ত হয়। ওই সভায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারাসহ কওমিপন্থী কয়েকজন শীর্ষ আলেম যোগ দেন। আমাদের দেশে সরকারের নিয়মে মাদরাসা শিক্ষা কার্যক্রম যুগ যুগ ধরে লাখ লাখ হাক্কানি আলেমে দ্বীন তৈরি হয়ে দেশ-জাতি মাজহাবে মিল্লাতের খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং ....
তারিখ ....
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিস্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর